সমকাল

তারিখ ... 25 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা 2 ... কলাম 8 ...

প্রভাষক নিয়োগে অনিয়ম

বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ টিআইবির কাছে প্রমাণ চাইবে

■ সমকাল প্রতিবেদক

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রভাষক নিয়োগে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগের বিষয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ চাইবে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সংগঠন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ। গতকাল শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান পরিষদের সভাপতি এবং মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মো. আলাউদ্দিন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মিল্টন হলে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে অধ্যাপক আলাউদ্দিন বলেন, 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কিছু ভিত্তিহীন অভিযোগ করেছে টিআইবি। তাই অর্থ লেনদেনসহ প্রভাষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ চেয়ে টিআইবিকে চিঠি দেওয়া হবে। চিঠি পাওয়ার সাত কার্যদিবসের মধ্যে সংস্থাটিকে জবাব দিতে হবে। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জবাব পেলে আলোচনা করে আমরা পরবর্তী কার্যক্রমের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব।'

ড. আলাউদ্দিন বলেন, পরিষদ মনে করে টিআইবির প্রতিবেদন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ। তারা টিআইবির অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আচার্য হিসেবে রাষ্ট্রপতির কাছে দাবি জানিয়েছেন।

সংবাদ সম্মেলনের আগে একই স্থানে ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৮

বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

টিআইবির প্রতিবেদন সম্পর্কে করণীয় নির্ধারণে পরিষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৩৮টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের মধ্যে ২১ জন উপস্থিত ছিলেন। সভায় টিআইবির রিপোর্টের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষক সমাজের মর্যাদাহানি হয়েছে বলে মন্তব্য করা হয়। উপস্থিত অনেকেই টিআইবির বিরুদ্ধে মানহানি মামলারও পরামর্শ দেন।

প্রসঙ্গত, গত ১৮ ডিসেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে টিআইবি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ওপর একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগে ৩ থেকে ২০ লাখ টাকার লেনদেন ঘটে। এই অনিয়মের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ডিন, বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষক সমিতির নেতা, কর্মচারী ও ছাত্রনেতাদের একাংশ জড়িত। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী নেতারাও এই দুর্নীতিতে অংশ নেন।